যুগান্তর

তারিখ ... 01 FEB 2015
পৃষ্ঠা - ৮ - কলাম - ৫

পরীক্ষার সময় বিজিবি মোতায়েনের সিদ্ধান্ত

সার্বিক নিরাপত্তায় থাকবে পুলিশ

—আইজিপি

যুগান্তর রিপোর্ট

'ব্যক্তি নিরাপত্তা দেয়া সম্ভব নয়, তবে আমরা সার্বিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করব। এসএসসি পরীক্ষা নেয়া না নেয়া সরকারের ব্যাপার।' পুলিশের আইজি একেএম শহীদুল হক শনিবার পুলিশ সদর দফতরে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে একথা বলেন। অভিভাবক ও পরীক্ষার্থীদের আশ্বস্ত করে তিনি বলেন, পুলিশের পাশাপাশি বিজিবি, র‌্যাব, আনসার, এপিবিএন ও ডিবি পুলিশ সবাই পরীক্ষার্থীদের নিরাপত্তায় মাঠে

পুলিশ : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১

পুলিশ : নিরাপত্তায় থাকবে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

থাকবে। সংবাদ সম্মেলনের পর পুলিশ সদর দফতরে বিজিবি, আনসার ও র‌্যাবসহ বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে এসএসসি পরীক্ষার নিরাপত্তা সংক্রান্ত বৈঠক হয়। বৈঠকে পরীক্ষা কেন্দ্রে ও পরীক্ষার্থীদের আসা-যাওয়ার পথে পুলিশ-র‌্যাবের পাশাপাশি বিজিবি মোতায়েনের সিদ্ধান্ত হয়েছে।

আইজিপি বলেন, 'এসএসসি পরীক্ষা উপলক্ষে আমি আশা করেছিলাম ২০ দলীয় জোট তাদের অবরোধ কর্মসূচি প্রত্যাহার করে নেবে। কিন্তু তা না করে তারা অবরোধের মধ্যে আবার ৭২ ঘণ্টার হরতাল ডেকেছে। কর্মসূচির নামে গাড়িতে পেট্রলবোমা মারা, মানুষ পুড়িয়ে মারা এটা কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচি হতে পারে না। এটা ফৌজদারি অপরাধ। এসব নাশকতার বিরুদ্ধে পুলিশ জিরো টলারেন্স দেখাচ্ছে।'

শহীদুল হক বলেন, 'আন্দোলন কতটুকু হয় আপনারা তা মাঠে দেখেছেন। কিন্তু নাশকতামূলক কাজ, চোরাগোপ্তা আক্রমণ, পেট্রলবোমা এগুলোকে আমরা রাজনৈতিক আন্দোলন মনে করি না। এগুলো সন্ত্রাসী ও নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড। এগুলো যারা করেন তাদের উদ্দেশ্যে বলছি— আপনারা এগুলো বন্ধ করেন। আমি একজন বাবা হিসেবে তাদের বলব আপনারা কর্মসূচি প্রত্যাহার করে নিন।'

অবরোধকারীদের ছাড় দেয়া হবে না উল্লেখ করে আইজিপি বলেন, 'অবরোধের নামে পেট্রলবোমা নিক্ষেপকারীদের অনেকের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে; অনেককে গ্রেফতার করা হয়েছে। আরও যারা আছে আমরা তাদের খুঁজে বের করছি। এসব নাশকতা যারা ঘটিয়েছে প্রত্যেককে আমরা খুঁজে বের করে আইনের আওতায় আনব। আমি ছাত্রছাত্রী-অভিভাবকদের আশ্বস্ত করতে চাই— পরীক্ষার্থীদের নিরাপত্তায় পুলিশ, র‌্যাব, বিজিবি, এপিবিএন সব থাকবে।'

৫ জানুয়ারি জোটের ডাকা কর্মসূচি বন্ধ করার পর থেকে এই বিশৃংখলার সূত্রপাত হয়েছে এবং ওই কর্মসূচি বন্ধ করা যুক্তিযুক্ত ছিল কিনা জানতে চাইলে আইজিপি বলেন, 'আমরা কোনো কর্মসূচি বন্ধ করিনি। ৫ তারিখকে কেন্দ্র করে সরকারি দল এক মাস আগেই কর্মসূচি ডেকেছে। আর ৫ তারিখের ২-৩ দিন আগে বিএনপি কর্মসূচির ডাক দেয়। দুই পক্ষের পাল্টাপাল্টি বক্তব্যের কারণে একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। দু'পক্ষের পাল্টাপাল্টি সমাবেশে জননিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে এই অবস্থায় আমরা কোনো পক্ষকেই সমাবেশ করতে দেইনি। সরকারি দল আইন মেনেছে। বিএনপি আইন মানেনি। এখন তারা যদি সমাবেশ করতে চায় সেখানে যদি জননিরাপত্তা বিঘ্নিত না হয় তাহলে তারা সমাবেশ করবে।'

মহাসড়কে নিরাপত্তায় পুলিশ-বিজিবির পাশাপাশি আনসার নিয়োগের যৌক্তিকতা তুলে ধরে তিনি বলেন, 'নাশকতাকারীরা সংখ্যায় কম। সেখানে যদি ২-৩ জন আনসার সদস্য ইউনিফর্ম পরা অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে নাশকতাকারীরা হামলা করতে সাহস পাবে না। চোরাগোপ্তা হামলাকারীরা ১০০টা পরিকল্পনা করলে হয়তো একটা সফল হয়। পুলিশ জনসাধারণের নিরাপত্তায় মবিলিটি, পেট্রোল সব করছে।'

পেট্রলবোমা হামলার নির্দেশদাতা হিসেবে কোনো দলের শীর্ষ কাউকে গ্রেফতার করা হবে কিনা জানতে চাইলে আইজিপি বলেন, 'পুলিশের তদন্ত কর্মকর্তারা স্বাধীনভাবে কাজ করেন। আমরা তাদের তদন্তে হস্তক্ষেপ করি না। তদন্ত কর্মকর্তা যদি মনে করেন সে জড়িত তাকে গ্রেফতার করা উচিত তাহলে অবশ্যই গ্রেফতার করা হবে। এ বিষয়ে আমরা তদন্ত কর্মকর্তাকে সবধরনের সহযোগিতা করব।'

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন আইজি প্রশাসন মোখলেসুর রহমান, অতিরিক্ত আইজিপি মইনুর রহমান চৌধুরী, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার মো. আছাদুজ্জামান মিয়া, ডিআইজি (অপারেশন) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন, ডিআইজি (মিডিয়া) লুৎফর রহমান মণ্ডল, এআইজি জালাল আহমেদ চৌধুরী প্রমুখ।

সংবাদ সম্মেলন শেষে ডিএমপি কমিশনার আছাদুজ্জামান মিয়া বলেন, '১৫ লাখ পরীক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ুক আমরা সেটা চাই না। প্রত্যেক কেন্দ্রে আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড প্রতিহত করবে। কেউ পুলিশের হেল্প চাইলে পুলিশ তাকে সহযোগিতা দেবে।'

পুলিশের পাশাপাশি থাকবে বিজিবি : এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা নির্বিঘ্নে ও নিরাপদে অনুষ্ঠানের জন্য পুলিশ র‌্যাবের পাশাপাশি পর্যাপ্ত সংখ্যক বিজিবি মোতায়েন রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আইজিপি একেএম শহীদুল হকের সভাপতিত্বে শনিবার দুপুরে পুলিশ সদর দফতরে এসএসসি পরীক্ষা এবং মহাসড়কে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে নিরাপত্তা প্রদান সংক্রান্ত এক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ২০ দলীয় জোটের ডাকা হরতাল ও অবরোধের মধ্যে রোববার থেকে শুরু হওয়া এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনা শেষে পরীক্ষা চলাকালে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা কার্যকর করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মহাসড়কে যানবাহন চলাচল ও পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেয়ারও সিদ্ধান্ত হয়। এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা কেন্দ্রের নিরাপত্তায় স্থানীয় পুলিশের গৃহীত ব্যবস্থার অতিরিক্ত ব্যবস্থা হিসেবে সড়ক-মহাসড়কে মেট্রোপলিটন পুলিশ, জেলা পুলিশ, হাইওয়ে পুলিশ, এপিবিএন ও র‌্যাবের পাশাপাশি বিজিবি সদস্যরা মোতায়েন থাকবে। সভায় বিরাজমান অবস্থায় আইনশৃংখলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের সহযোগিতা করার জন্য নাগরিকদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়। সভায় বিজিবির মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আজিজ আহমেদ, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মো. নাজিমুদ্দীন ও উপমহাপরিচালক মো. মিজানুর রহমান, এসবির অতিরিক্ত আইজিপি ড. মো. জাবেদ পাটোয়ারী, র‌্যাবের মহাপরিচালক বেনজীর আহমেদ, অতিরিক্ত আইজিপি (প্রশাসন ও অপারেশন্স) মো. মোখলেসুর রহমান, ডিএমপি কমিশনার মো. আছাদুজ্জামান মিয়া, ডিআইজি (অপারেশন্স) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন এবং ডিআইজি হাইওয়ে মল্লিক ফখরুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।